ভিয়েনা—ফ্রয়েড-এর সঙ্গে দেখা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভিয়েনার অশীতিবর্ষ-দেশীয় জ্ঞান-বৃদ্ধ আচার্য্য Sigmund Freud সীগমুণ্ড ফ্রয়ড (জীকমুণ্ট ফ্রয়ট) কর্তৃক প্রবর্তিত মনস্তত্ত্ব-বাদ আজকালকার চিন্তাধারায় একটা যুগান্তর এনে দিয়েছে। এই মনস্তত্ত্ব-বাদটী কি, তা বিশেষজ্ঞরা বাঙলায়-ও সাধারণের উপযোগী ক'রে জানাবার চেষ্টা ক'রেছেন। আমি ও বিষয়ে অব্যবসায়ী, তাই অনধিকার-চর্চা ক'রবো না। আমার বন্ধুদের মধ্যে ক'লকাতায় শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু আছেন, তিনি কলকাতার 'সাইকো-এনালিটিকাল সোসাইটি'-র সভাপতি, আর ফ্রয়ড-দর্শনের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা; আর পাটনার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গীন হালদার-ও ফ্রয়ড-এর মতবাদের আর একজন অভিজ্ঞ পরিপোষক। এবার ইউরোপ-ভ্রমণের কালে ভিয়েনায় আসবো শুনে, বিশেষ নির্বন্ধ আর উৎসাহের সঙ্গে বন্ধুবর হালদার-মহাশয় আমায় ধ'রলেন, নিশ্চয়ই যেন আমি ভিয়েনায় থাকতে-থাকতে একবার ফ্রয়ড-এর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি; আমার নিজের বিশেষ আলোচ্য বিদ্যার সঙ্গে ফ্রয়ড-এর যোগ না থাকলেও, অন্ততঃ পক্ষে ভারতবর্ষে ফ্রয়ড-এর যে-সমস্ত বন্ধু, অনুরাগী আর সমদ্রষ্টা আছেন, তাঁদের হ'য়েও যেন তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'রে আসি। আধুনিক কালের বিজ্ঞানময় দর্শন-শাস্ত্রের দিগ্‌গজদের মধ্যে ফ্রয়ড হ'চ্ছেন অন্যতম; সুতরাং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আসাটা তো পরম আনন্দেরই কথা হবে; তাই ভিয়েনায় গেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা নিশ্চয়ই ক'রবো—এই কথা শুনে, হালদার-মহাশয় বিলাত-যাত্রার দিনই গিরীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে ফ্রয়ড-এর কাছে লেখা আমার সম্বন্ধে এক পরিচয়-পত্র আমায় এনে দেন। আর তিনি বার-বার ব'লে দেন, কথা-প্রসঙ্গে যেন ফ্রয়ডকে আমি দুই-একটী গভীর তাত্ত্বিক বিষয়ে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করি।

ভিয়েনায় পৌঁছে হোটেলে উঠে দুই-একদিন পরে ফ্রয়ড-এর খোঁজ নিলুম। 'পোর্টিয়ের' বা হোটেলের দ্বারীর কাছে জানলুম, ভিয়েনায় শহরের ভিতরে ফ্রয়ড আর থাকেন না; আমাদের হোটেলের কাছেই Berg-Gasse ব্যর্গগাস্‌সে নামার রাস্তায় একটা বাড়ীতে এখনও তাঁর চিঠিপত্র যায়-টায় বটে, কিন্তু ভিয়েনার উত্তরে Kobenzl কোবেন্‌ৎস্‌ল পাহাড়ের কাছে শহরতলীতে তিনি থাকেন। তিনি বৃদ্ধ, অসুস্থ, দুর্বল; তাই কারো সঙ্গে দেখা করেন না। নিজে টেলিফোন ছোঁন না; টেলিফোন ক'রে কোনও ফল নেই, তাঁর সেক্রেটারিদের কেউ গোড়া থেকেই সাক্ষাতের বন্দোবস্ত ক'রতে অস্বীকার ক'রবে; বিশেষ কারণ না থাকলে, তাঁর সঙ্গে দেখা করা এক রকম অসম্ভব। তাঁকে চিঠি লিখবার পরে, যদি তিনি উচিত মনে করেন তা-হ'লে দেখা করতে রাজী হয়ে অনুকূলভাবে লিখতে

পারেন। আমি তখন গিরীন্দ্র-বাবুর পরিচয়-পত্রের সঙ্গে আমার কার্ড, কার্ডে আমার ভিয়েনার ঠিকানা, আর আমি যে তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের পক্ষ হ'তে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে আসছি, সে কথা জানিয়ে', যবে যখন যেখানে তাঁর সুবিধা হবে, তদনুসারে দেখা ক'রতে আমি প্রস্তুত তা উল্লেখ ক'রে, খামে সব পুরে ডাকে ছেড়ে দিলুম, তাঁর ভিয়েনার শহরের বাড়ীর ঠিকানায়। তিন দিন পরে টেলিফোনে হোটেলে খবর এল'—আগামী কাল মঙ্গলবার সকালে সাড়ে-দশটায় ভিয়েনার উনিশের পল্লীতে Strasser-Gases স্ত্রাস্‌সর-গাস্‌সে রাস্তার ৪৭ সংখ্যক বাড়ীতে তিনি সাক্ষাতের সময় ঠিক ক'রে তাঁর এক সেক্রেটারির মারফত জানাচ্ছেন।

হোটেল থেকে সোজা আধ ঘণ্টা পথ ট্রামে গিয়ে স্ত্রাস্‌সর-গাস্‌সেতে পৌঁছানো যায়। মিনিট পনর আগেই ফ্রয়ড-এর বাড়ীতে এসে প'ড়লুম। নির্ধারিত সময়-মত হাজির হবার জন্য রাস্তায় একটু পায়চারি করা গেল। উঁচু পাহাড়ে পথ, বাইসিকিল চ'ড়ে যাওয়া চলে না; দু'-চার জন ছোকরাকে দেখলুম, বাইসিকিল থেকে নেমে বাইসিকিল হাতে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে, খাড়াই এতটা। দিনটা ছিল চমৎকার, ঝকঝকে রোদ্দুর চারিদিকে, বাগানে রকমারি গাছের সবুজ, আর বড়ো-বড়ো ফুলের রঙের বাহার, নীল আকাশ, পাখীর ডাক। প্রত্যেক বাড়ীর চারি দিকে খানিকটা ক'রে বাগান, গাছ-পালা। এ অঞ্চলটায় নোতুন বসতি হ'চ্ছে—জমী মাঝে-মাঝে খালি র'য়েছে, অনেক জায়গায় নোতুন বাড়ী উঠছে। এই সুন্দর পাহাড়ে' রাস্তায় ঢালু জমীর উপরে ফ্রয়ড-এর বাড়ী। অনেকটা জমী নিয়ে একটা বাগান, তার মধ্যে। রাস্তা আর বাগানের মধ্যে লোহার রেলিং, রেলিং দিয়ে বাগানের শোভা দেখা যায়। বিস্তর বড়ো-বড়ো গোলাপ ফুটে র'য়েছে।

দশটা-পঁচিশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে' ফটকের গায়ে লাগানো বিজলী-ঘণ্টার বোতাম টিপলুম; ভিতর থেকে ঘণ্টা শুনে সুইচ টিপে ফটক খুলে দিলে। একজন ঝি বেরিয়ে এসে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। বাড়ীর পিছন দিকের একটি প্রশস্ত দরজা দিয়ে, সরু হল্ পেরিয়ে' একটী বড়ো কামরায় আমায় আসতে ব'ললে।

কামরাটীতে বড়ো-বড়ো জানালা—তা দিয়ে বাইরের সবুজ বাগান আর রোদ্দুর দেখা যাচ্ছে। বাঁয়ে আর সামনে জানালা, এমন একটী কোণে এক টেবিলের পাশে চেয়ারে ফ্রয়ড ব'সে আছেন। ছবিতে চেহারা জানা ছিল, চিনতে দেরী হ'ল না। অতি শীর্ণকায় জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, মুখখানাতে স্বাস্থ্যের জলুশ নেই, ফেকাসে' বা হ'লদে রঙের হ'য়ে গিয়েছে; মুখে পাকা দাড়ি-গোঁফ একটু আছে। তিনি আমাকে দেখেই একটু দাঁড়িয়ে' হাত দিয়ে একখানা চেয়ার দেখিয়ে' দিয়ে ইংরিজিতেই ব'ললেন, "ব'সো, ঐ চেয়ারে ব'সো; আমার ভারতবর্ষের বন্ধুরা কেমন আছেন?" বসবার আগে ঘরের মধ্যে লক্ষ্য ক'রলুম, ঘরের টেবিল কয়টী, বিশেষতঃ ফ্রয়ড যে চেয়ারে ব'সে আছেন তার সামনের টেবিলটী, যাতে তিনি লেখেন-টেখেন, আর তাঁর হাতের কাছে আশে-পাশে দু-চারটী ছোটো টেবিল, আর তা ছাড়া ঘরের মধ্যে রাখা দুই-একটী কাচের আলমারী—এ-সব, নানা রকমের শিল্পময় মূর্তিতে ভরা। শিল্পের মধ্যে ছোটো আকারের কারু-শিল্পের যেন একটী সংগ্রহশালা। এইরূপ মূর্তি-শিল্পের

অল্প-স্বল্প রসিক আমিও একজন, এই শিল্প-সম্ভারের মধ্যে শাকের ক্ষেতে কাঙালের বা বাঁশ-বনে ডোমের অবস্থা আমার হ'ল। নানা যুগের নানা জাতির শিল্প-দ্রব্য; প্রাচীন মিসরের দেবতাদের ব্রঞ্জে ঢালা বা নরম মর্মর পাথরের বা পোড়ামাটির ছোটো-ছোটো মূর্তি—ওসিরিস, ইসিস, হাথোর, বিড়ালমুখী সেখমেৎ প্রভৃতি দেবতা; গ্রীসের ছোটো-ছোটো ব্রঞ্জ মূর্তি—হের্মেস, আফ্রোদিতে, আথেনা, আর অন্য দেবতা; প্রাচীন গ্রীসের তানাগ্রা-নগরে আর অন্যত্র প্রস্তুত পোড়া-মাটির মূর্তি,—ক্রীড়া-নিরতা বা দণ্ডায়মানা তরুণী, দেবতা,—কতকগুলিকে সযত্নে কাচের আলমারীতে রাখা হ'য়েছে; গ্রীসের তানাগ্রার অনুরূপ চীনদেশের Thang থাঙ-যুগের পোড়ামাটির মূর্তি—বাদ্যবাদন-নিরতা চীনা তরুণী, রাজপুরুষ, যোদ্ধা; চীনা ব্রঞ্জে-ঢালা বুদ্ধি মূর্তি, Wei ওয়েই যুগের, Ming মিঙ যুগের; গায়ে-ছবি-আঁকা প্রাচীন গ্রীসের কলসী, থালা, বাটি—পোড়ামাটির, কতকগুলিতে লাল জমীর উপরে কালো রঙে আঁকা দেবতাদের লীলার বা মহাকাব্যের পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রের চিত্র। কতকগুলিতে সাদা জমীর উপরে লাল রঙে আঁকা ছবি। জিনিসগুলির সব কয়টিই বাছা-বাছা, খাঁটি প্রাচীন জিনিস। ব্রঞ্জের মূর্তিগুলিতে সবুজ রঙের কলঙ্কা প'ড়ে, তাদের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভারতবর্ষের দুই-একটী পিতলের মূর্তিও আছে, কিন্তু সেগুলি খুব লক্ষণীয় নয়। টেবিলের উপরে প্রাচীন মিসরীয়, গ্রীক ও চীনা মূর্তিগুলির মাঝে আর একটী মূর্তি দেখলুম, সেটী আমার পূর্ব-পরিচিত। এটী একটী প্রায় এক বিঘত উঁচু, হাতীর-দাঁতে তৈরী, কুণ্ডলী-পাকানো শেষ-নাগের উপরে উপবিষ্ট মহাবিষ্ণু মূর্তি—নাগের দেহ কুণ্ডলী পাকিয়ে' সিংহাসনের সৃষ্টি ক'রেছে, নাগের ফণা রাজাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মাথার উপরে ছত্র-রূপে বিস্তৃত হ'য়ে আছে। মূর্তিটী ত্রিবাঙ্কুরের কারিগরের তৈরী। দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণ-কালে আমরা ত্রিবান্দ্রমে যাই, সেখানে এই রকমের একটী মূর্তি তৈরী হ'চ্ছে দেখে, পরে আমি অর্ডার দিয়ে এই মূর্তিটীই ক'রে আনাই; এত বড়ো হাতীর দাঁতের মূর্তি বাঙলা-দেশে প্রায় করে না। ফ্রয়ড-এর ৭৫ বর্ষ-গ্রন্থি বা জন্মোৎসবের সময়ে ক'লকাতা থেকে গিরীন্দ্র-বাবুরা তাঁকে উপহার-স্বরূপ এটী পাঠান, একটা ভালো জিনিস কিছু দিতে হবে ব'লে এটী আমার কাছ থেকে এঁরা কিনে নেন। মূল মূর্তিটা একটু সাদাসিধে ছিল, মুর্শিদাবাদের এক ভালো কারিগর দিয়ে তার আরও একটু অলঙ্করণ করা হয়, একটী চন্দন-কাঠের পীঠ তৈরী ক'রে তাতে এক সংস্কৃত লেখা খুঁদিয়ে' দেওয়া হয়। জিনিসটী পেয়ে ফ্রয়ড খুব খুশী হন, আর এটী যে তাঁর ভালো লেগেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল যে তিনি তাঁর বাছা-বাছা গ্রীক মিসরী চীনা জিনিসের সঙ্গে সর্বদা চোখের সামনে এটিকেও রেখেছেন।

যাক, এক বার চারিদিকে তাকিয়ে' সব দেখে নিয়ে ফ্রয়ড-এর শিল্পগত-প্রাণতার পরিচয় পেলুম,—আমাদের ভাব-সম্মিলনের এক ক্ষেত্র পাওয়া গেল। ফ্রয়ড-এর কথা-অনুসারে চেয়ারে ব'সে ব'ললুম—"ধন্যবাদ, বন্ধুরা ভাল আছেন, ডাক্তার বোস (গিরীন্দ্র-বাবু) আপনাকে তাঁর শ্রদ্ধা-নমস্কার জানিয়েছেন, আর একজন বন্ধু অধ্যাপক রঙ্গীন হালদার, 'কাব্য ও নাটক সৃষ্টিতে নির্জ্ঞান ইচ্ছার প্রভাব' (The Working of an Uncon-

scious Wish in the Creation of Poetry and Drama) সম্বন্ধে যাঁর এক প্রবন্ধ আপনাদের পত্রিকায় বেরিয়েছে, তিনিও বিশেষ করে তাঁর নমস্কার জানিয়েছেন।" তারপরে তাঁকে বললুম—"আপনি শিল্প-রাজ্যের কতকগুলি অপূর্ব সুন্দর সৃষ্টির দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে আছেন,—মিসর, গ্রীস, চীন, ভারতবর্ষ—এই-সব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে বাস ক'রছেন; যদি অনুমতি করেন, আপনার সংগ্রহ একটু দেখি।" এই কথায় ফ্রয়ড যেন একটু খুশী হ'লেন, হম্-দরদী বা সহানুভূতির লোক পেলে বাতিক-গ্রস্ত লোকেরা খুশীই হয়। তিনি ব'ললেন—"হাঁ, নিশ্চয়ই, আনন্দের কথা, ঘুরে-ফিরো দ্যাখো।" আমি জিনিসগুলির সম্বন্ধে যথাজ্ঞান পরিচয় দিতে-দিতে, কখনও-কখনও তাঁকে কোনও জিনিসের প্রস্তুত-কাল জিজ্ঞাসা ক'রতে-ক'রতে, মিনিট পাঁচের মধ্যে ঘরের সংগ্রহটি একবার দেখে নিলুম। তিনি হাতীর-দাঁতের বিষ্ণু-মূর্তিটীর দিকে আঙুল দেখিয়ে' ব'ললেন, "ওটী তোমাদের দেশের।" আমি ব'ললুম—"ওটীকে আমি বেশ জানি—ভারতবর্ষ থেকে আপনার জন্মতিথিতে সামান্য উপহার-স্বরূপ ওটী এসেছে।"

তার পরে বসা গেল। ফ্রয়ড দেখলুম কথা কইবার সময়ে ঠিক-মত কথা কইতে পারেন না, ডান হাতের আঙুল মুখের ভিতর দিয়ে দাঁতের মাড়ী টিপে-টিপে কথা কইছেন, এতে ক'রে, শুদ্ধ আর উচ্চারণ-দুরুস্ত হ'লেও, তাঁর ইংরিজি উক্তিগুলি মাঝে-মাঝে ধরা কঠিন হ'চ্ছিল। আমি ব'ললুম—"আপনার মনস্তত্ত্ববাদ বোধ হয় আমাদের দেশে—যতটা প্রচারিত হয়েছে, যতটা আলোচিত হয়েছে, ততটা খুব কম দেশেই হ'য়েছে। আপনি অবশ্য ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসুর কৃতিত্ব, আর তাঁর সাইকো-আনালিটিকাল সোসাইটির কথা জানেন।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"তুমি এখন ইউরোপে কি উদ্দেশ্যে? ভ্রমণ?" আমি ব'ললুম—"আমি লণ্ডনে যাচ্ছি,—জুলাইয়ে লণ্ডনে আর সেপ্টেম্বরে রোমে পর-পর দুইটী আন্তর্জাতিক সভা হবে, একটী ধ্বনি-তত্ত্ব সম্বন্ধে, আর একটী প্রাচ্য-বিদ্যা সম্বন্ধে, আমি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ সেই সভা দুটীতে যোগ দিতে যাচ্ছি। তেরো বছর আগে জরমানিতে ইটালীতে একটু ঘুরেছিলুম, কিন্তু ভিয়েনা, বুদাপেশ্‌ৎ, প্রাগ, এ তিনটী জায়গা দেখা হয়্‌নি, তাই এদিকে এসেছি। আমার আলোচ্য বিদ্যা অবলম্বিত ব্যবসায় হ'চ্ছে ভাষা-তত্ত্ব, ব্যসন হ'চ্ছে শিল্প কলা; আপনার প্রচারিত তত্ত্ববাদ বা অন্য দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই—বন্ধু-গোষ্ঠীতে চর্চা-কালে একটু আধটু যা ও বিষয়ে শুনেছি। শিল্প বা কলা-রস, আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রভৃতির সঙ্গে, 'স্মর-তা' বা কামানুভূতির বিশেষ যোগ আছে, যা নাকি আপনার প্রাতিপাদ্য দর্শনের অন্যতম কথা, সে সম্বন্ধে বহু পূর্বে আমাদের দেশের জ্ঞানী আর সাধকেরাও সচেতন হ'য়েছিলেন; এ বিষয়ে একটী পুরাতন সংস্কৃত শ্লোক পেয়েছি, তার অনুবাদ মূলের সঙ্গে লিখে এনেছি; যদি অনুমতি করেন, সেটী প'ড়ে আপনাকে শোনাই।"

শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য থেকে 'ব্রহ্ম-সংহিতা' ব'লে একখানি বৈষ্ণব স্তোত্রাত্মক পুঁথি বাঙলা দেশে নিয়ে আসেন, তাতে শ্রীকৃষ্ণ-স্তবের কতকগুলি শ্লোক আছে। সেগুলি আমাকে দেখান আমার ভূতপূর্ব ছাত্র ও অধুনাতন সহকর্মী শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন; তার

মধ্য থেকে এই শ্লোকটী আমার কাছে একখানি খাতায় লেখা ছিল। ফ্রয়ড-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ-কালে, এই শ্লোকটী তাঁকে ভেট দেবো, ঠিক ক'রে এসেছিলুম; ফ্রয়ড-এর সঙ্গে সাক্ষাতের আগের রাত্রে, দেবনাগরী আর রোমান অক্ষরে শ্লোকটী নকল করি—আর তার একটী ইংরিজি অনুবাদও ক'রে ফেলি; সবটা ভাল হাতে লিখে, তলায় নাম সই ক'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসি—আর তাতে এই কথা ইংরিজিতে লিখে দিই, "মধ্য-যুগের বৈষ্ণব আচার্য্যের উক্তিময় শ্লোক—আচার্য্য সীগ্‌মুণ্ড্ ফ্রয়ড-এর নিকটে ভেট।" শ্লোকটী প'ড়লুম, ইংরিজি অনুবাদ বা ব্যাখ্যাটীও শোনালুম—

আনন্দ-চিন্ময়-রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতাম্ উপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনাদি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দম্ আদি-পুরুষং ত্বম্ অহং ভজামি।।

'আনন্দ চিৎ, ও রসের দ্বারা আত্ম-স্বরূপ ব'লিয়া যিনি 'স্মর-তা' অর্থাৎ কামভাব আশ্রয়-পূর্বক সমস্ত প্রাণিগণের চিত্তে আপনাকে প্রতিফলিত করিয়া, আপনার এই লীলা-দ্বারা অজস্র-ভাবে সমগ্র-ভুবন-সমূহে বিজয়ী হইয়া আছেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।'

শুনে ফ্রয়ড একটু গম্ভীর ভাবে ব'ললেন "হুঁ"। আমি ব'ললুম—"এই যে স্মর-তা" তা আদি-পুরুষ গোবিন্দেরই লীলা। একথা ব'লেছেন আমাদের দেশের ভক্ত বৈষ্ণব সাধক। আপনি কি বলেন?—আপনাকে একটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করি, জগতের সার বস্তু, অক্ষয় বস্তু কি? সেই সার বস্তুর সঙ্গে, অক্ষয় বস্তুর সঙ্গে, মানব-জীবনের কি সম্বন্ধ? আপনার বিচারে কী শেষ সিদ্ধান্ত আপনি ক'রেছেন?"

আমার কথা শুনে ফ্রয়ড হাসতে লাগলেন; ব'ললেন, "দ্যাখো, আমি যতটা বিচার ক'রে দেখেছি, তাতে কোনও অক্ষয়-বস্তুর সঙ্গে মানুষের জীবনের যোগ আমি পাইনি। এইখানেই, এই পৃথিবীতে মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে, মানুষের সমস্ত শেষ।"

আমি ব'ললুম—"তা হ'লে মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে যখন পঞ্চভূতের বিলয় ঘটে, তখন মানুষের সব-কিছুরও অবসান ঘটে? নিত্য বস্তু কি কিছুই নেই? আপনি এই যে সমস্ত শিল্প- সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে র'য়েছেন—তার থেকে কোনও কিছুর আভাস পান না কি?" তিনি ব'ললেন—"না; আমার শক্তির অবসান হ'য়ে আসছে; আস্তে-আস্তে সব শেষ হবে।"—"তা হ'লে কবরের ওপারে কিছু থাকা সম্ভব মনে করেন না?"—"না; এইখানেই সব শেষ।"

আমি তখন ব'ললুম—"দেখুন, আমারা অর্থাৎ আধুনিক যুগের বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোক, যখন মাথা ঘামিয়ে' জীবনের অর্থ বা'র করবার চেষ্টা করি, তখন কিছু হদিস পাই না—ভব-সাগর একেবারে অথই লাগে, কুল-কিনারাও পাওয়া যায় না; চিন্তা ক'রতে ব'সলে, প্রায়ই আমরা অজ্ঞেয়বাদী হ'য়ে দাঁড়াই; আবার যখন আমরা হৃদয় দিয়ে দেখি, অনুভূতির দিকে ঝুঁকি, তখন নানা রকমের ভাব-লহর চিত্তকে মথিত করে, আমরা তখন হই ভাবুক; মরমী, রসিক, বিশ্বাসী। আপনি এদিকে শিল্পরস-রসিক; ওদিকে আপনি অজ্ঞেয়বাদী,—না নাস্তিক-বাদকেই ধ্রুব সত্য ব'লে মনে করেন?"

ফ্রয়ড ব'ললেন—"শিল্প, রস, আনন্দ—এ-সমস্ত দেহকেই আশ্রয় ক'রে; আমার স্থির সিদ্ধান্ত, দেহান্তে কিছুই থাকে না।" "আচ্ছা, যাঁরা বড়ো-গলায় বলেন, যে তাঁরা পরম বস্তুর বা অক্ষয় সত্যের সন্ধান পেয়েছেন; আমাদের দেশের ঋষিরা, সাধকেরা,—যেমন উপনিষদের ঋষিরা, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতন সাধকেরা—তাঁরা ব'লেছেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্তুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।—

যাঁরা স্পষ্ট ভাষায় ব'লেছেন—'আমি দেখেছি, আমি দেখেছি'—তাঁদের কথার মধ্যে এমন একটা নিষ্কপটতা আছে, যা শুনে তাঁদের বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হয়; অনেক সময়ে বিশ্বাস না ক'রে পারা যায় না; সে সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

ফ্রয়ড ব'ললেন—"সব ঝুঠ হৈ; এ-সমস্ত হচ্ছে ভাব-প্রবণ, কল্পনা-সর্বস্ব লোকের আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। তুমি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, এ-সব কিছু বিশ্বাস ক'রে নেবার মত কথা নয়।'

আমি ব'ললুম—"কিন্তু আমি আপনার কথায় নিঃসন্দেহ হ'তে পারছি না; আপনি দৃঢ়-মত হ'য়েছেন, কিছুই নেই; অথচ আপনি শিল্পের মধ্যে আনন্দ পাচ্ছেন—আর a great peace, একটা বিরাট শান্তি-ভাব আপনার মনে এসেছে বলে মনে হয়—আপনি আপনার অজ্ঞাত-সারে যেন একজন mystic হয়েই আছেন। আচ্ছা, আইনষ্টাইনও একজন mystic।" ফ্রয়ড ব'ললেন—"আইনষ্টাইন কি বলেন?" আমি বললুম, "আইনষ্টাইনের কিছুই পড়িনি, তাঁর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের চর্চা করবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি আমার নেই; তবে রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর বয়স হ'লে, তাঁর সংবর্ধনার জন্য যে Golden Book of Tagore সঙ্কলিত হয়, তাতে আইনষ্টাইন যেটুকু লিখেছেন, তা থেকে মনে হয়, তিনি বলতে চান, মানুষ চন্দ্র-সূর্য্যের মত এক অ-দৃষ্ট নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়েই চ'লেছে, তার নিজের ইচ্ছা ব'লে কিছু নেই; তাঁর কথার ভাবে মনে হয়, এই অ-দৃষ্ট শক্তি সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা, ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোকের ঈশ্বর-সম্বন্ধে ধারণারই অনুরূপ। আমার মনে হয়, জীবনে এইরূপ একটা touch of mysticism—অ-দৃষ্ট বস্তু-সম্বন্ধে অনুভূতি, অথবা অনুভূতির আভাস—এটী না হ'লে মানুষ বাঁচে না। শিল্প-কলা, সঙ্গীত—আমার মনে এই mystic বস্তুরই আভাস আনে।"

ফ্রয়ড ব'ললেন, "দ্যাখো, তুমি বোধ হয় তোমাদের দেশের লোকের মতই ভাবো, তাদের মতই কথা ব'লছ; কিন্তু আমি ও-রূপ অনুভূতি মানিনা; সমস্তই emotion-এর খেলা।—আর দ্যাখো, আমাদের দেশে জরমান ভাষায় একটা কথা আছে, Gnaden-brod অর্থাৎ 'দয়ার রুটী'; ঘোড়া বা কুকুর বুড়ো হ'য়ে গেলে, অনেক সময়ে তাদের মেরে ফেলে না,—ঘরে রেখে দেয়, আর তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু পর্য্যন্ত চারটী ক'রে তাদের খেতে দেয়; আমি আজ চোদ্দ বছর ধ'রে যে বেঁচে আছি সব কাজের ব'ার হ'য়ে, খালি ব'সে-ব'সে এই Gnaden-brod খাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হয়—আমাদের মন স্থির ক'রে

কাজ ক'রে যাওয়া উচিত; অনেক সময়ে ব্যারিস্টার আর উকিল মোকদ্দমা হাতে নিয়েই বুঝতে পারে যে তার মামলা খারাপ, টিকবে না, শেষটায় তার হার হবেই; কিন্তু তবুও সে ল'ড়তে কসুর করে না। আমাদেরও তাই; জীবনের সঙ্গেই সব শেষ—কিন্তু তবুও ল'ড়ে যেতে হবে, মামলা ছেড়ে দিলে চ'লবে না।"

আমি ব'ললুম—"তাহ'লে আপনি হ'চ্ছেন যথার্থ কর্মযোগী; আমাদের গীতায় যে ব'লেছে—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন।

আর—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং, যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমর্ভচ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।

(আমি সংস্কৃত বচন দুটী আউড়ে ইংরিজি ক'রে ব'ললুম)—আপনি তো তাই; অধিকন্তু, বরং আপনার মনে কর্ম-ফলের আকাঙক্ষার কথা দূরে থাক, নিজের কর্ম-ফলের সঙ্গে কোনও রকম সংযোগের কথাই আপনার মনে স্থান পায় না; তবুও কর্ম ক'রে যেতে চান। আপনার এই যথার্থ নিষ্কাম-কর্ম, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে অনস্তিত্ব-বাদ, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য আমি ক'রতে পারছি না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু তা আমার বিচার-শক্তির অগোচর।"

আমার কথা শুনে ফ্রয়ড হাসতে লাগলেন।

এইরূপ নানা কথায় আধ-ঘণ্টা কাল অতীত হ'ল, এগারোটা বাজতে আর মিনিট দু-চার দেরী। ফ্রয়ড উঠে দাঁড়িয়ে' ব'ললেন, "তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে খুশীতে ছিলুম, কিন্তু দ্যাখো, একজন ডাক্তার আছেন, তিনি কোনও রকমে আমার এই ভাঙা শরীরখানাকে জুড়ে' তালি-দিয়ে রেখে দিয়েছেন; এগারোটার সময়ে তাঁর আসবার কথা।"

আমি তখন উঠে বিদায় নিলুম। প্রশান্ত-চিত্ত বৃদ্ধ, তাঁর অমায়িক সরল হাসি আর সত্যকার বিনয় আর সৌজন্যের সঙ্গে উঠে, আমার সঙ্গে কর-মর্দন ক'রলেন। আমি বিদায় নিয়ে চ'লে এলুম।

ভিয়েনা থেকে বুদাপেশৎ-এ পৌঁছানোর পরে, সেখানে Magyar 'মজর' বা 'মাগ্যার' (অর্থাৎ হঙ্গেরীয়) ভাষার কবিদের থেকে ইংরিজি অনুবাদের একখানি বই সংগ্রহ করি। তাতে দেঝো কস্তোলাঞি Dezso Kostolanyi নামে একজন আধুনিক কবির একটী ছোটো কবিতা পড়ি—

I believe in nothing.
If I die, I shall be nothing,
Even as before I was born
Upon this sunlit earth. Monstrous!
Soon I shall call you for the last time.
Be my good mother, O eternal darkness.

কবিতাটী প'ড়ে, ফ্রয়ড-এর কথাই মনে হ'তে লাগল।